১১.৫ ইসলাম ধর্ম (Islam)

হিন্দুধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের তুলনায় ইসলাম ধর্ম অনেক নবীন। খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে এই ধর্মের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়ই একেশ্বরবাদী ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম। খ্রিস্টধর্মে যেমন যিশুর, তেমনি ইসলাম ধর্মে হজরত মহম্মদের স্থান। মহম্মদের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করেই ইসলাম ধর্ম গড়ে ওঠে। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ'। যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হল 'মুসলিম'। মহম্মদকে বলা হয় 'নবী' বা 'ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ'। তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

মহম্মদের জন্ম হয় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরব দেশের মক্কা শহরে। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ছয় বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হবার ফলে মহম্মদ প্রথমে মাতামহ ও তারপর পিতৃব্য আবু তালিবের দ্বারা প্রতিপালিত হন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত হলেও পরবর্তীকালে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা তাঁর অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং তিনি বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। পঁচিশ বছর বয়সে মহম্মদ তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড়ো খাদিজা নামে এক ধনবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে তিনি একাধিক বিবাহ করেন। কিন্তু একমাত্র খাদিজার সন্তানরাই জীবিত ছিলেন এবং তাঁরা সবাই কন্যাসন্তান। এই কন্যাদের একজন ফতিমার সঙ্গে মহম্মদের এক নিকট আত্মীয়ের বিবাহ হয়। এদেরই সন্তান ছিলেন বিখ্যাত হাসান ও হুসেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে ফতিমার স্বামী আলি খলিফা হন।

গার্হস্থ্য জীবনে মহম্মদ প্রায়ই নির্জনে বসে ঈশ্বরচিন্তা করতেন। একদিন রাত্রে এইরকম অবস্থায় তাঁর দিব্যদর্শন ঘটে। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ধর্মপ্রচার শুরু করেন। খাদিজাই সর্বপ্রথম তাঁর কাছ থেকে ইসলাম

Scanned by CamScanner

ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে মহম্মদ স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

মক্কাবাসীরা নিজেদের আব্রাহামের বংশধর বলে দাবি করত। আব্রাহাম (ইব্রাহিম) ছিলেন একেশ্বরবাদী। এই আব্রাহামই কাবার বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কালক্রমে মক্কার অধিবাসীরা বহুদেববাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং কাবার ঐ মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে। মহম্মদ ছিলেন কোরেশ একেশ্বরবাদী উপজাতিভুক্ত। এরা ছিলেন ভ্রাম্যমাণ সাধুসন্ত প্রকৃতির। এদের বলা হত হানিফ। এদের প্রধান চেষ্টা ছিল একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মহম্মদকেও হানিফ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রত্যাদেশ লাভের পর মহম্মদ অন্তত তিনবছর ধর্মপ্রচার সীমিত রাখেন তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেই। এরপর ধীরে ধীরে মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচার করতে গিয়ে তিনি তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তার ফলে ঘনিষ্ঠ লোকজনকে নিয়ে তিনি মক্কা থেকে দুশো মাইল দূরে য়াথ্রিব (Yathrib) নগরে পলায়ন করেন। সেখানে তখন ইহুদিদের বাস ছিল। তারা একেশ্বরবাদী হওয়ায় মহম্মদ তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচারের পক্ষে সেই স্থান উপযুক্ত হবে বলে মনে করেন। প্রচারের ফলে স্থানীয় মানুষেরা একে একে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই য়াথ্রিব মদিনা বা 'পয়গম্বরের নগর' বলে পরিচিত হয় এবং ইসলামধর্মীদের কাছে মক্কার পরই দ্বিতীয় প্রধান তীর্থক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। য়াথ্রিবে মহম্মদের আগমনের দিনটি অর্থাৎ ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন থেকে মুসলমানদের বৎসর গণনা করা হয়।

য়াথ্রিবে ক্রমশ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। মহম্মদ একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, ধর্মপ্রচারক ও সমাজসংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে থাকেন। নানা আইন-কানুন প্রবর্তন করে তিনি অধিবাসীদের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। আদর্শবাদ ও ধর্মোন্মদনা সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার কাজে তাঁর প্রচার কৌশল বিশেষভাবে সফল হয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নির্দেশে অনুগামী তরুণ সম্প্রদায় বহুদেববাদী পৌত্তলিক মক্কাবাসীদের একের পর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পর্যুদস্ত করে। আট বছর সংগ্রামের পর মহম্মদের স্বপ্ন সার্থক হয় মক্কায় তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা। মক্কাবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কার মন্দিরের সমস্ত বিগ্রহ সরিয়ে দেওয়া হয়। ঐ মন্দিরে যে কৃষ্ণপ্রস্তর আছে সেদিকে ফিরে উপাসনার বিধি প্রচলিত হয়। পূর্বে জেরুজালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে উপাসনা করার রেওয়াজ ছিল। মক্কা ও মদিনা মুসলমানদের দুই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন মদিনাতে মহম্মদ দেহরক্ষা করেন।

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত জীবনে মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর, সুদর্শন ও ক্ষমাশীল। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার ও বাচনভঙ্গী সকলকে মুগ্ধ করত। তাঁর প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম ক্রমশ সমস্ত আরব দেশে বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন উপজাতি এবং ধর্মের ভিত্তিতে একজাতিতে পরিণত হয়। কাজেই ইসলামের ইতিহাসকে আরব জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস বলা যায়।

কোরান ঃ ইসলাম ধর্মের মূল ও পবিত্র গ্রন্থ হল কোরান। ধার্মিক মুসলমানরা সকলেই কোরানকে ঈশ্বর বা আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরপ্রেরিত দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের কণ্ঠনিঃসৃত দৈববাণীর দ্বারা মহম্মদের কাছে ঈশ্বরের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই বাণীটি কোরানের অন্তর্গত 'প্রথম সুরা' নামে খ্যাত। মহম্মদ যে ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই তাঁর স্বরূপ ও বাণী প্রচারের জন্য বিশেষ পয়গম্বর (Prophet) নির্বাচিত হয়েছেন তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম আরও অনেক দৈববাণী তিনি লাভ করেন। এগুলি একত্র করেই তৈরি হয়েছে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান। সমগ্র গ্রন্থটি আরবি ভাষায় দীর্ঘ ছন্দে রচিত। বর্তমান আকারে রচিত হওয়ার পূর্বে কোরানের বিভিন্ন অংশ আরবি ভাষায় বিভিন্ন জায়গায় লিখিত ছিল। মহম্মদের দেহরক্ষায় প্রায় কুড়ি বছর পর কোরানের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে বিশেষ একটি পাঠকেই খলিফা ওশমান প্রামাণিক বলে প্রকাশ করেন। বর্তমানে এই সংকলনটিই সাধারণত মুসলিমরা প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে উপস্থাপন করেন। কোরানের সুরাগুলির প্রথম অংশে রয়েছে ভাবোন্মাদ অবস্থায় মহম্মদের দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণীর সংকলন। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ভাবনার উন্নয়ন। দ্বিতীয় অংশের সুরাগুলি হল মহম্মদের প্রচারিত নির্দেশাবলী। মুসলিমদের মধ্যে ধর্মোন্মাদনা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্যই এই সুরাগুলি রচিত।

একেশ্বরবাদ ঃ কোরানে আল্লাহ্ বা ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। তিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি জগতের জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষকে তিনি সচেতন ও স্বাধীন জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে চলা বা না চলার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা আছে। তবে জগতের ইতিহাসের শেষ আসলে মানুষের শেষ বিচারের দিন, তখন কৃতকর্ম অনুযায়ী কেউ যাবে বেহেস্তে (স্বর্গ) কেউ ভোগ করবে দোজখের (নরক) যন্ত্রণা।

এইসব বিষয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মমতের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য থাকলেও কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও আছে। ঈশ্বর অর্থে যে 'আল্লাহ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা 'আল ইলাহ' শব্দ দুটির সংযুক্ত রূপ। এর অর্থ হল 'সেই সর্বশক্তিমান এক' অর্থাৎ ইসলামে ঈশ্বরের 'সর্বশক্তিমান সার্বভৌম' রূপটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছে।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, ইসলামে মানুষের প্রথম কর্তব্য হল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। 'ইসলাম' শব্দের অর্থই হল ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, যিনি তা পারেন তিনিই খাঁটি মুসলমান।

মহম্মদকে যিশুর মতো ঈশ্বর পুত্র বলা হয় না। তিনি নিজেই নিজেকে পাপীরূপে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের কখনও মহম্মদবাদী বলেন না। তাঁরা মুসলমান। খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বর প্রেম ও করুণার আধার, ইসলামে তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও শক্তিমত্তার প্রতীক। আল্লাহ্ বা ঈশ্বর এই জগতের অতিবর্তী। অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাসগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় ঃ (১) এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস, (২) দেবদূতে বিশ্বাস, (৩) ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে বিশ্বাস, (৪) পয়গম্বর বা নবীতে বিশ্বাস, (৫) মানুষের শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস এবং এই ধর্মের মূল মন্ত্রটি হল ঃ আল্লা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ হলেন তাঁর প্রেরিত পুরুষ। একেই বলে কলেমা।

ধর্মজীবনে মুসলমানরা পাঁচটি কর্তব্যকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন, এইগুলি হল ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ ঃ

১. ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্রটির আবৃত্তি বা গান করতে হয়।

২. সালাত বা পাঁচবার প্রাত্যহিক প্রার্থনা।

৩. রমজান মাসে প্রাত্যহিক উপবাস।

৪. জাকাত বা দীনদরিদ্রের জন্য দানধ্যান।

৫. হজ বা মক্কায় তীর্থযাত্রা।

মুসলমানদের সমবেত প্রার্থনা বা নমাজ* অনুষ্ঠিত হয় একজন ধর্মপ্রাণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পরিচালনায়। তিনি ইমাম নামে পরিচিত হন। মসজিদের প্রশস্ত চত্বরে হাত-পা-মুখ ইত্যাদি ধৌত করে অনাবৃত পদে, যদিও অনাবৃত মস্তকে নয়, ইমামের অনুকরণে সকলে কাবার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনায় ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তাঁর কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের শক্তি প্রার্থনা করা হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত সমাজের বিধিও আছে।

সাজাকৎ বা জাকৎ হল আয়ের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও নিঃস্বদের সেবার জন্য দান করা। ইসলাম ধর্মে বলা হয় যে রমজান মাসেই কোরান প্রেরিত হয়। তাই এই মাসের প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করতে হয়। মক্কায় হজযাত্রাকে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলা হয়েছে। সেই কারণে ধার্মিক মুসলমানরা জীবনে অন্তত

Scanned by CamScanner

একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন। সেখানে কাবার কৃষ্ণ প্রস্তর প্রদক্ষিণ ইত্যাদি বিধি পালন করতে হয়।

ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করা ও স্বধর্ম ত্যাগীদের ঘৃণা করা, ইসলামধর্মীরা অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে করেন। অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব ইসলামে বিশ্বাসীদের মধ্যে কম দেখা যায়। বিশেষত বহু দেববাদী ও পৌত্তলিকতাবাদীদের ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁদের অসহিষ্ণুতার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ইসলাম ধর্মের শাখা ঃ এই ধর্মের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে বিভেদ দেখা দেয় ফলে এর দুটি শাখার সৃষ্টি হয়—সুন্নি ও সিয়া। সুন্নি শব্দের অর্থ পয়গম্বরের অনুগামী। 'সিয়া'র অর্থ দল। মহম্মদের জীবনাবসানের পর প্রথম দু'জন খলিফা পর্যন্ত মহম্মদের উত্তরাধিকারী কে হবেন তা নিয়ে তেমন বিরোধ দেখা দেয়নি। তারপর এই মতভেদ তীব্রতর হতে হতে মুসলমানরা* দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ সুন্নি নামে পরিচিত। এদের মতে মহম্মদের উত্তরাধিকার তাঁর বংশের বা আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, সিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা মনে করেন এই উত্তরাধিকার মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র আলির বংশধরদের মধ্যেই থাকা উচিত। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল পাশা সুন্নিদের খলিফা পদের বিলোপ সাধন করেন। এর ফলে মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের কোন সর্বজন স্বীকৃত সাংগঠনিক প্রধান নেই। বিভিন্ন স্থানের নেতৃস্থানীয় ইমামরাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনা করেন।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আরব, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে মুসলমান সম্প্রদায় প্রচুর সংখ্যায় বর্তমান। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কম বা বেশি পরিমাণে মুসলমান আছেন। একটি দেশ হিসাবে সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করেন ভারতবর্ষে।

Scanned by CamScanner